তারিখ ..12 SEP. 2015..
পৃষ্ঠা ...৬... কলাম ...২.....

সংবাদ

সম্পাদকীয়

বিভ্রান্তি না ছড়িয়ে ভ্যাট সম্পূর্ণ প্রত্যাহার করুন

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিকেল এবং ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের টিউশন ফির ওপর সাড়ে ৭ শতাংশ ভ্যাট আরোপের প্রতিবাদে গত বৃহস্পতিবার বিক্ষোভ-অবরোধে রাজধানী অচল হয়ে পড়ে। অবরোধ হয়েছে চট্টগ্রামেও। এর আগে গত বুধবার রাজধানীর রামপুরায় ভ্যাট প্রত্যাহারের দাবিতে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের ওপর পুলিশ হামলা চালিয়েছে। বৃহস্পতিবার অবশ্য কোন অপ্রীতিকর-ঘটনা ঘটেনি।

চলতি অর্থবছরের বাজেটে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিকেল এবং ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের শিক্ষার্থীদের টিউশন ফির ওপর ভ্যাট আরোপ করা হয়। এরপর থেকে এসব প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা আন্দোলন করছেন। বিভিন্ন মহল এ ধরনের ভ্যাটের বিরোধিতা করে আসছে। এরপরও সরকার ভ্যাট প্রত্যাহার করেনি। গত কয়েকদিনে ছাত্র আন্দোলন তীব্র আকার ধারণ করেছে। তবে অর্থমন্ত্রী বলেছেন, এই ভ্যাট প্রত্যাহারের কোন কারণ দেখছি না। তিনি বলেন, প্রাইভেট পড়ুয়া একজন শিক্ষার্থীর গড়ে প্রতিদিন খরচ হয় এক হাজার টাকা সেখানে মাত্র সাড়ে সাত পার্সেন্ট ভ্যাট নেয়া হবে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এক ব্যাখ্যায় বলেছে, ভ্যাট দেয়ার দায়িত্ব বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের, শিক্ষার্থীর নয়।

টিউশন ফির ওপর সাড়ে সাত শতাংশ ভ্যাট প্রত্যাহারের প্রশ্নে সরকারের দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের বক্তব্য বা ব্যাখ্যা বিভ্রান্তিমূলক। অর্থমন্ত্রী বলছেন, প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ুয়া শিক্ষার্থীরা ধনীর সন্তান, তারা মাত্র সাড়ে সাত পার্সেন্ট ভ্যাট দিতে পারবে না কেন? আবার এনবিআর বলছে, ভ্যাট দিতে হবে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে। ভ্যাট আরোপ করা হলে ভোক্তাদেরই দিতে হয়, কোন প্রতিষ্ঠানের নয়। প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে যদি ভ্যাট নেয়া হয়ও সেটি পরোক্ষে শিক্ষার্থীদের অভিভাবকদের ওপরই চাপবে। সরকার যতই বলুক না কেন, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কোন ফি বাড়াতে পারবে না। আর অর্থমন্ত্রীর বক্তব্যে এটা বোঝা যায় যে, শিক্ষার্থীদের অভিভাবকরা ভ্যাট দিক সেটা তিনি চান। এই ভ্যাটের অর্থ জনকল্যাণে ব্যয় করা হবে বলে প্রচার করা হচ্ছে। আমরা বলতে চাই, শিক্ষায় কোন ধরনের ভ্যাট আদায় না করা হলেই একটি জনকল্যাণ করা হয়। কারণ শিক্ষা একটি মৌলিক অধিকার। আর বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ুয়া শিক্ষার্থী মাত্রই ধনীর সন্তান– সরকারের এমন ধারণা অমূলক। অনেক অভিভাবকই তার সন্তানকে উচ্চশিক্ষা দিতে গিয়ে সর্বস্বান্ত হচ্ছেন। আমরা বলতে চাই, শিক্ষার ওপর কোন ধরনের ভ্যাট আরোপ করা কাম্য নয়।

শিক্ষা কোন ভোগ্য পণ্য নয়, সংবিধানে বর্ণিত মৌলিক অধিকার। ভ্যাট আরোপের পেছনে এনবিআর যে ব্যাখ্যা দিয়েছে সেটা গ্রহণযোগ্য নয়। বিদেশের আর্থ-সামাজিক বাস্তবতা আর শিক্ষা কাঠামোর সঙ্গে এদেশের তুলনা চলতে পারে না। এদেশে শিক্ষা সংক্রান্ত নীতি গ্রহণ করতে হবে একান্তই এদেশের বাস্তবতায়। বিদেশের নীতি এখানে চাপিয়ে দিলে চলবে না। কাজেই ভ্যাট নিয়ে বিভ্রান্তি না ছড়িয়ে এটি সম্পূর্ণ প্রত্যাহার করাই শ্রেয়।